দিদারে মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম।

মৃত্যু ও কবরে রাখিবার সময়

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

মাওঃ রেজভী সুন্নী আল-কাদেরী

সাং—সতরশ্রী, পোঃ—রেজভীয়া এতিমখানা,

জিলা—নেত্রকোণা।

اللهم صل و سلم وبارك على سيدنا و مولانا محمدن النبى
الامى الحبيب العلى العظيم الجاه و على اله و صحبه و سلم

আল্লাহুমা ছাল্লে ওয়া ছাল্লিম্ ওয়া বারিক্ আলা ছাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদি নিন্নাবিঈল্ উম্মিঈল্ হাবিবিল্ আলিঈল্ আযিমিল্ জাহে ওয়া আলা আলিহি ওয়া ছাহ্‌বিহি ওয়া ছাল্লিম।

আউলিয়ায়ে কেরামগণ বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি বৃহস্পতিবার দিবাগত অর্ধ রাত্রির সময় রীতিমত কম্ আজ কম একবার পাঠ করিবে মৃত্যুর সময় যখন ছাক্‌রাত আরম্ভ হইবে তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে পূর্ণিমার চাঁদের চাইতে উজ্জ্বল দেখিতে পাইবে এবং কবরে রাখিবার সময় সে দেখিতে পাইবে যে, মদিনার চন্দ্র নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম রহমতের দুই হাত দ্বারা সোহাগের সহিত ধরিয়া কবরে রাখিতে-ছেন। (আফজালুচ্ছালাত আলাছাইয়েদিচ্ছাদাত)

ফজিলত রহমত ও বরকতের ভাণ্ডার—

صلى الله على النبى الامى واله صلى الله عليه و سلم
صلوة و سلاما عليك يا رسول الله

ছাল্লাল্লাহু আলান্নাবিঈল্ উম্মিয়ে ওয়া আলিহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ছালাতাও ওয়া ছালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ।

এই দরুদ শরীফ প্রত্যেক নামাজের পর পড়িবেন। বিশেষ করে জুম্মার নামাজের পর মদিনা শরীফের দিকে ফিরে দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া ১০০ বার অপারকে যত বার পারেন পড়িবেন বেশুমার অগণিত রহমত ও বরকত পাইবেন কোন প্রকার অভাব অনাটন অশান্তি থাকিবে না।

১০০০ হাজার নেকী ও ছোওয়াব

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على ال سيدنا
و مولانا محمد كما تحب و ترضى له

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলে ছাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন কামা

তুহিব্বু ওয়া তারদালাহু।

মারজাউল হাছানাত কিতাবে লেখা আছে যে ব্যক্তি উক্ত দরুদ শরীফ একবার পড়িবে ৭০ জন ফেরেশ্‌তায় তার আমল নামায় ১০০০ পর্য্যন্ত নেকী লেখিয়া দেয়।

৬ লক্ষ দরুদ শরীফের ছোওয়াব

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما فى علم الله صلوة دائمة بدوام ملك الله

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন আদাদে মা ফি ঈল্‌মিল্লাহে ছালাতান দায়েমাতান্‌ বিদাওয়ামে মুলকিল্লাহে।

শায়খুদ্দালায়েল ছাইদ আলী ইব্‌নে ইউছুফ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে হইতে রেওয়াত করিয়াছেন যে ব্যক্তি উক্ত দরুদ শরীফ একবার পড়িবে সে ৬ লক্ষ দরুদ শরীফের ছোওয়াব পাইবে অন্য এক রেওয়াতে আছে যে ব্যক্তি উক্ত দরুদ শরীফ প্রতি দিন ১০০০ বার পড়িবে সে উভয় কালে নেক ভক্ত ও বাদশাহী পাইবে এই দরুদ শরীফকে ছালাতুচ্ছাদাত বলে দালায়েলুল্‌ খায়রাত ১০১ পৃষ্ঠা।

এক হাজার পর্য্যন্ত নেকী লেখা হয়

جزى الله عنا سيدنا و مولا محمدا صلى الله عليه و سلم ما هو اهله

জাযাল্লাহু আন্না ছাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদান ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম মা হুওয়া আহলুহু।

উক্ত দরুদ শরীফ পাঠকারীর জন্য ৭০জন ফেরেশ্‌তায় ১০০০ হাজার পর্য্যন্ত নেকী লেখে।

দরুদ শরীফ গুণা-খাতা মাফ পাওয়ার জন্য

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على اله و سلم

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলিহি ওয়া ছাল্লিম।

তাজদারে মদিনা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পড়িবে যদি দাঁড়াইয়া পরে তবে বসিবার পূর্বেই যদি বসিয়া পড়ে তবে দাঁড়াইবার পূর্বেই সমস্ত গুণাহ্ খাতা মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

৭৮৬

ইসলামে নারীর মর্যাদা

নারী জাতি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। নারীগণ বেহেশ্‌তের উত্তম নিয়ামতের মধ্যে পরিগণিত; বরং এ পৃথিবী নারীগণের দ্বারাই কায়েম হইয়াছে, যদি নারীগনা হইতেন, তবে নবী আলাইহিস্ সাল্লামগণ তথা আউলিয়ায়ে কেরাম, গাউছ কুতুব আওতাদ আবদাল সজীব নকীব. এমন কি মৌলভী, মাওলানা, মুহাদ্দেস, মুফাচ্ছের হাফেজ ক্বারী, মুন্সী মোল্লা প্রভৃতি কেহই হইতেন না অন্য কথায়, বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাহারা প্রথম সারিতে অবস্থান করেছেন, বিশেষতঃ ডি, সি, এস, পি, জজ, ব্যারিষ্টার গভর্ণর মিনিষ্টার এবং রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী সকলেই নারী জাতির কল্যাণেই নিজ নিজ মর্যাদার অধিকারী, অর্থাৎ যার কারণে আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির সৃষ্টি সেই নারী জাতির সৃষ্টিতেই আল্লাহ্ পাক অগণিত নিয়ামত দান করতঃ মর্যাদাবান করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য তোমাদের জাত হইতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ নবীগনকে সৃষ্টি করিয়াছি হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমরা দুনিয়া ও নারী জাতিকে ভয় কর। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, গোনাহের কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাক, বরং ইহার উদ্দেশ্য এই নহে যে, নারীগনকে ত্যাগ কর অর্থাৎ এমন সম্পর্ক বা ভালবাসা রাখিও না যে, তোমাকে আল্লাহর ভালবাসা হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তদীয় বিবিগনকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। উম্মতের জন্য ইহাও

ইত্তেবায়ে সুন্নাত। যাহার বদৌলতে আল্লাহর হাবীবের সন্তুষ্টি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হইবে এবং জিন্দেগীর গোনাহ খাতা মাফ হইবে।

জরুরী জ্ঞাতব্য :—যৌতুক হারাম, ইসলামে যৌতুক নাই। যৌতুকের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে বিরাট দুর্নীতির আমদানী হইয়াছে। যৌতুক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন অবস্থাতে বা কোন কৌশলেই হালাল নহে, হালাল জানিলে কাফের হইবে। প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃগণ! যৌতুকের অভিশাপ হইতে নিজেও বাঁচুন এবং অপরকেও বাঁচিবার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালনে তৎপর হউন। যে সব মেয়ের বিবাহ যৌতুকের কারণে হয় না বা ভাঙ্গিয়া যায় তাদের প্রতি নসিহত এই যে, আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর, আল্লাহ পাক অবশ্যই জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুরায়ে ইয়াসীন দৈনিক পাঠ করিলে অনতিবিলম্বে সৎ লোকের সঙ্গে বিবাহ হইবে ইনশাল্লাহ। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কম খাইবে এবং রোজা রাখিবে, আল্লাহ পাক সদয় হইবেন।

আরজ গুজার—

মাওঃ আকবর আলী রেজভী

সুন্নী আল-কাদেরী

রেজভীয়া দরবার,

সতরশ্রী, নেত্রকোণা।

বিঃ দ্রঃ—মানুষ ও পশুকে খাসি করা নাজায়েজ। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন যে, তোমরা মানুষ ও পশুকে খাসি করিও না। হে প্রিয় মুসলমান রাসুলে পাকের আদেশ আল্লাহর আদেশ মনে করিতে হইবে। যিনি ঈমানদারী ও মুসলমানির দাবীর দলিল।